সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ, দ্রুত ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে কোচিং ব্যবসা এবং ছাত্র রাজনীতি হ্রাস পাবে

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

ভাইস চ্যান্সেলর ইউডা ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা)-এর বর্তমান ভিসি ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ সম্প্রতি ইনকিলাবকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে কর্মমুখী ও পেশাজীবী জনবল গঠনে বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মান উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে এবং শিক্ষার চেয়ে তাদের ব্যবসায়িক দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার যেসব অভিযোগ রয়েছে তার জবাবে জনাব এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, এই অভিযোগ আংশিক সত্য বটে। তবে এই অভিযোগ সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বেশ কয়টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো ব্যবসায়িক চিন্তা-ভাবনার চেয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং পাঠদানে মনোযোগী রয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন। অবশ্য কিছু কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনেছি যেখানে শিক্ষার মূল লক্ষ্যের চেয়ে আর্থিক দিকটাই বিবেচনায় রাখা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আইন বিষয়ে, বিবিএ, ও কম্পিউটার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রফেশনাল এডুকেশন বলতে যা বুঝানো হয় সেই প্রফেশনাল এডুকেশনই দেয়া হচ্ছে।

এদিক থেকে বলা যায়, শুধুমাত্র পেশাভিত্তিক শিক্ষাদানই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হতে পারে না। এটা হওয়া উচিত নয়। একটি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি গবেষণার জন্য উন্নতম শিক্ষাকেন্দ্রও প্রয়োজন। পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি মানবজীবনের প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারার সুযোগসম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন। এখন কথা হচ্ছে, একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে কেমন অর্থ ব্যয় হচ্ছে সে দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আরও একটি বিষয় হল- অভিজ্ঞ এবং মেধাসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হলে সেসব শিক্ষকদের জন্য বেতন-ভাতাও অধিক হারে বাড়াতে হবে। ভাল বেতন-ভাতা ছাড়াতো ভাল শিক্ষক পাওয়া যাবে না। তাই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যয় ভার স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে যায়। তবে এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কতটুকু অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম তা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমি বলব, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক বিষয়ের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মান উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধার প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারীভাবে একটি নিয়ন্ত্রণনীতি কার্যকরভাবে প্রচলন করতে হবে। যাতে করে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, বেতন-ভাতা ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতার একটি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় থাকে।

জনাব এমাজউদ্দীন আহমদ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাল দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, দেশের সাধারণ (সরকারী) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু কোন সেশন জট নেই। ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা এখানে নেই। এছাড়া জাতীয় রাজনীতির কোন প্রভাবও নেই। ছাত্রছাত্রীরা একটি নিয়মের ভেতর নির্দিষ্ট সময়ে তাদের শিক্ষাজীবনের প্রতিষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটাতে পারে এবং লেখাপড়ায় চাপে ব্যস্ত থাকার কারণে সাধারণত বাজে কাজে সময় নষ্ট করার কোন সময়ও পায় না। এগুলো হল খুবই ভাল দিক।

দেশের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে জনাব এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ছাত্রদের প্রধান ও মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল লেখাপড়া। লেখাপড়া বা মুক্ত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে শিক্ষাজীবনকে পরিচ্ছন্ন রাখবে এটাই সবার কাম্য। তবে হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধও থাকতে হবে। কিন্তু রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে লেখাপড়া বাদ দিয়ে জাতীয় রাজনীতি অর্থাৎ জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বে- এটা কারও কাম্য নয়। আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতির নামে যা হচ্ছে তা দেশের বিবেকবান মানুষ প্রত্যাশা করেন না। ছাত্র রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসের সাথে জড়িয়ে পড়া কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। অতীতে জাতীয় প্রয়োজনে বা দেশের স্বার্থে যে প্রেক্ষাপটে ছাত্ররা -রাজনীতি করত বা ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আন্দোলন করেছে এখন আর সেই প্রেক্ষাপট নেই। ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে আর গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমি নিজেও ছাত্রজীবনে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। তখন যে পরিবেশ ছিল এখন তা নেই। ছাত্রদের লেখাপড়া সংক্রান্ত যেসব দাবী-দাওয়া থাকে তা বাস্তবায়নে বা ছাত্রদের লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে গঠনমূলক যে রাজনীতি প্রয়োজন তা বাস্তবায়নে যদি সীমাবদ্ধ থাকে তবে অন্য কথা ছিল। কিন্তু এখন জাতীয় রাজনীতির যে লেজুরবৃত্তি সেটা ছাত্র রাজনীতি তার সাথে আমি একমত নই।

দেশের কোচিং সেন্টার ও শিক্ষার নামে ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপনের ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং মেধা বিকাশের যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমি কখনো কোচিং সেন্টারের নামে বা শিক্ষার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু রাখার পক্ষপাতী নই। কোচিং সেন্টার ব্যবসা বন্ধ হওয়া উচিত। তবে এই ব্যবসা বন্ধ করতে হলে আমাদের পরীক্ষার পদ্ধতি অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে এবং পুনরায় ভর্তি ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেছে প্রায় এক বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ফলে এই দীর্ঘ সময়টাকে কেন্দ্র করে চলে আসছে কোচিং সেন্টারগুলোর রমরমা ব্যবসা। একদিকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের একটি মূল্যবান বছর নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বের দীর্ঘ সময় ও ফল প্রকাশের পরের সময়টাকে কেন্দ্র করেই চলছে কোচিং ব্যবসা। সুতরাং যত দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা সম্ভব হবে ততই ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর হবে। এতে করে কোচিং সেন্টারের ব্যবসা একেবারেই হ্রাস পেতে থাকবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ পাঠদানের জন্য কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথম কথা হল প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের মান উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ সবধরনের আর্থিক সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন তেমনি শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে আরো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে যানজটের কবলে পড়ে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সমাজ যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন তাও নিরসন করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি, গণযোগাযোগ, পাঠ্যসূচী তৈরী করা এবং পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করাসহ সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সমাপ্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ উমর ফারুক আল-হাদী

ইনকিলাব
তারিখ 16 APR 2003